ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৩৯৫

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫

রাজ্যে প্রথম একুইট পালমোনারি এমবোলিজম রোগের চিকিৎসা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে সঠিক সময়েজরুরী চিকিৎসায় প্রাণ ফিরে পেল যুবক

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে জরুরী চিকিৎসায় প্রাণ ফিরে পেল এক যুবক। গত ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২ টায় ৩৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে জিবিপি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তখন তার শরীর অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে ছিল এবং ক্রমাগত শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যুবকটি বলছিল যে তার আরও অক্সিজেন প্রয়োজন। যখন পুরোদমে অক্সিজেন চলছিল, রোগীর পরিবারের সাথে কথা বলে জানা গেল, ছেলেটির কোনও রকম রোগ বা বদঅভ্যাস ছিল না। সেদিন সকালে সে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর থেকে তার প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হয় এবং পুরো শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়।সাথে সাথে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের কর্মরত চিকিৎসক রোগীকে পুরো মাত্রায় অক্সিজেন দিতে শুরু করেন। তারপর চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেন রোগী ব্লাড প্রেসার অনেক কম, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও অনেক কম এবং ক্রমশ রোগীর শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ।এমতাবস্থায় সাথে সাথে রোগীকে ইমারজেন্সি মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় যে রোগীর একুইট-পালমোনারি এমবোলিজম নামক অত্যন্ত জটিল এবং প্রাণঘাতি রোগ হয়েছে যাতে রক্তকণা জমাট বেঁধে ফুসফুসে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুলি আটকে দেয় এবং ফুসফুসের রক্ত না যাওয়ায় রোগীর মুহূর্তের মধ্যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা। এই রোগে আক্রান্ত রোগী অনেক সময় হাসপাতালে আসার আগেই মারা যায় এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে এই রোগের মৃত্যুর হার ৬৫ থেকে ৯৫ শতাংশ। সাথে সাথে কর্মরত ইমার্জেন্সি মেডিসিনের চিকিৎসক রোগীর ঘাড়ের পাশ দিয়ে সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেরাইজাশন প্রতিস্থাপন করেন এবং জমাট বাধা রক্তকে পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় থ্রোম্বোলাইসিস ওষুধ চালু করেন। সাথে ব্লাড প্রেসার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য ওষুধ চালু করা হয়। এখানে উল্লেখ্য বিষয় যে জমাট রক্ত তরল করার জন্য ওষুধ হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয় যা বাজারে অতিরিক্ত মূল্যে উপলব্ধ। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ থাকে যে রোগী হাসপাতালের আসার ২০ মিনিটের মধ্যে চিকিৎসা চলাকালে উপরিউক্ত সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধপত্র শুরু করা হয়। ধীরে ধীরে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে শুরু করে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রায় ৬ ঘন্টা পর রোগীর ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক হয় এবং রোগীর অক্সিজেনের চাহিদাও কমতে শুরু করে। রোগীর অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পর সিটি পালমোনারী এনজিওগ্রাফি করানো হয়।

ডিপার্টমেন্ট অফ রেডিওলজির তত্বাবধানে দেখা যায় যে, রোগীর ফুসফুসের মূল ধমনী থেকে জমাট রক্ত পরিষ্কার হলেও বা-পাশের ধমনীতে তখনও কিছু রক্ত জমাট বেধে রয়েছে। তারপর কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের তত্বাবধানে রোগীকে পালমোনারি আর্টারি বেলুন এনজিওপ্লাস্টি এবং ক্যাথেটার ডাইরেক্টড থ্রোম্বোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাকি জমাট বাধা রক্তগুলিকে পরিষ্কার করা হয় এবং পরবর্তীতে দেখা যায় প্রায় ১০০ শতাংশ ধমনী রক্ত জমাট থেকে মুক্ত হয়েছে এবং ফুসফুসে পূর্বের মত স্বাভাবিক রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বর রোগী হাসপাতাল থেকে পায়ে হেঁটে বাড়িতে যান। সঠিক সময়ে সঠিক জরুরী পরিষেবা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিষেবা দিয়ে রোগীকে বাঁচানোর জন্য রোগী এবং তার পরিবার জিবিপি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই পুরো পরিষেবার পিছনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তারা হলেন ইমারজেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ শীর্ষেন্দু ধর, ডাঃ আশিস দেববর্মা, ডাঃ অনুপ লাহা, সঙ্গে ছিলেন নার্সিং অফিসার মীনা চন্দ, মণি দাস, জুলি দাস, সুকৃতি দেবনাথ ও বিউটি দাস। কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের তরফে ছিলেন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাকেশ দাস, ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী (কার্ডিওলজিস্ট, ইন-চার্জ বিভাগীয় প্রধান), ডাঃ মান্না ভট্টাচার্য, ডাঃ অর্ঘ্য প্রতিম নাথ, ডাঃ অন্বেষা দেবনাথ, ডাঃ প্রান্তিক রায়, ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান সঞ্জয় ঘোষ, ক্যাথল্যাব নার্স দেবব্রত দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ দেব, মানস দত্ত ও তিতিক্ষা মজুমদার, ইকো টেকনিশিয়ান কিষাণ রায়। উল্লেখ্য ও ধরনের চিকিৎসা রাজ্যে প্রথম সংগঠিত হল। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

******